কলেজ গ্রন্থাগার
বর্ষ—২, সংখ্যা—১, জুন—২০২৫, পৃ. ১২-১৮

গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনায় আবেগজাত বুদ্ধিমত্তার ভূমিকা

চিন্ময় মুখোপাধ্যায়
গ্রন্থাগারিক, সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ (স্বশাসিত)
কলকাতা - ৭০০০১৬
E-mail : mukhochinmay@gmail.com
ORCID ID- 0000-0003-1348-190X

সারসংক্ষেপ

গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনার জ্ঞান গ্রন্থাগারিককে গ্রন্থাগার পরিচালনার ক্ষেত্রে সাহায্য করে। তবে ব্যবস্থাপনার ধারণাটি স্থিতিশীল নয়, এটি একটি গতিশীল বিষয়। সময়ের সাথে সাথে বিভিন্ন প্রাসঙ্গিক ধারণা ব্যবস্থাপনার ধারণাকে সমৃদ্ধ করে চলেছে। আবেগজাত বুদ্ধিমত্তার ধারণাটি এরকমই একটি ধারণা যা গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনার সাথে সাম্প্রতিককালে যুক্ত হয়েছে। আবেগজাত বুদ্ধিমত্তার মধ্যে যে বিষয়গুলিকে নিয়ে আলোচনা করা হয় সেগুলি হল আত্ম-সচেতনতা, আত্ম-নিয়ন্ত্রণ, সহমর্মিতা, সামাজিক সচেতনতা, এবং সম্পর্ক-গঠন ব্যবস্থাপনা। গ্রন্থাগারে কর্মীদের আবেগ সম্পর্কে সচেতন থাকা এবং প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য পূরণের কাজে সেগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করা আবেগজাত বুদ্ধিমত্তার প্রধান কাজ। আবেগজাত বুদ্ধিমত্তার ধারণাকে গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনায় কার্যকর করতে পারলে গ্রন্থাগারিক একজন সফল নেতা হিসেবে যেমন নিজেকে তুলে ধরতে পারবেন তেমনি গ্রন্থাগারের সামগ্রিক উন্নয়নও ঘটাতে পারবেন। তারই পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমান প্রবন্ধটি "গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনায় আবেগজাত বুদ্ধিমত্তার ভূমিকা" সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। প্রবন্ধটি রচনা করার ক্ষেত্রে প্রধানতঃ বিভিন্ন জার্নালে প্রকাশিত গবেষণামূলক প্রবন্ধের পর্যালোচনার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে।

মুখ্য শব্দসমূহ : আবেগজাত বুদ্ধিমত্তা, গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা, গ্রন্থাগারিকের ভূমিকা, আবেগজাত বুদ্ধিমত্তার সুফল

১) ভূমিকা

ব্যবস্থাপনা একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যা গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বিভিন্ন দিক থেকে গ্রন্থাগারিককে প্রভূত সাহায্য করে চলেছে। গ্রন্থাগারিক গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনায় বিপণন, কর্মী ও অর্থ সংক্রান্ত বিষয়ে সচেতন থাকেন। এইসব বিষয়ের ধ্যান ধারণা গ্রন্থাগারের বই ও অন্যান্য তথ্যসমৃদ্ধ সামগ্রী আহরণ থেকে

©WBCLA

শুরু করে সেগুলিকে ব্যবহারকারীর কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য গ্রন্থাগারিককে সাহায্য করে থাকে। বর্তমান সময়ে গ্রন্থাগারিককে একজন সফল নেতা হিসেবে গড়ে ওঠার জন্য ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স বা আবেগজাত বুদ্ধিমত্তা সম্পর্কিত ধ্যান-ধারণা যথেষ্ট সাহায্য করতে পারে, বিশেষ করে গ্রন্থাগার যখন তার কর্মীদের দিয়ে কাজ সম্পন্ন করে থাকে। গ্রন্থাগারিক হিসাবে নিজের ও গ্রন্থাগারে নিযুক্ত অন্য কর্মীদের আবেগকে বুঝতে পারা এবং গ্রন্থাগারের লক্ষ্যপূরণের কাজে সেই আবেগকে সুচারুভাবে চালনা করা বা প্রভাবিত করাই হলো ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স বা আবেগজাত বুদ্ধিমত্তার মূল কাজ। ১৯৯০ সালে আমেরিকান মনস্তত্ত্ববিদ পিটার সালোভি (Peter Salovey) ও জন ডি. মেয়ার (John D. Mayer) আবেগজাত বুদ্ধিমত্তা (Emotional Intelligence) নামক শব্দ যুগলের প্রথম উদ্ভাবন করেন। পরবর্তীকালে আমেরিকান মনস্তত্ত্ববিদ ড্যানিয়েল গোলম্যান (Daniel Goleman) ১৯৯৫ সালে Emotional Intelligence নামক তাঁর বিখ্যাত বইতে আবেগজাত বুদ্ধিমত্তার ধারণাটিকে জনপ্রিয় করে তোলেন। আবেগজাত বুদ্ধিমত্তার মধ্যে সংশ্লিষ্ট ধারণাগুলি যেমন - আত্মসচেতনতা, আত্ম-নিয়ন্ত্রণ, সহমর্মিতা, সামাজিক সচেতনতা এবং সম্পর্ক গঠন কার্যকর নেতৃত্বদান বিষয়ে গ্রন্থাগারিককে যথেষ্ট সাহায্য করতে পারে। এই ধারণাটির প্রয়োগ গ্রন্থাগার কর্মীদের জ্ঞানভান্ডারকে যথাযথভাবে কাজে লাগানোর মাধ্যমে গ্রন্থাগার ব্যবহারকারীদের সন্তুষ্টিবিধানের ক্ষেত্রে সুদূরপ্রসারী সাফল্য অর্জনে সাহায্য করবে।

২) সাহিত্য পর্যালোচনা

বর্তমান প্রবন্ধটি রচনা করার ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত গবেষণামূলক প্রবন্ধগুলি পর্যালোচনা করা হয়েছে:

D. Lucas (2020) লাইব্রেরীতে আবেগজাত বুদ্ধিমত্তার প্রয়োগ বিষয়ে নেতৃত্বদান, কর্মীদের আন্তঃ ব্যক্তিক সম্পর্কের কার্যকর পরিচালনা এবং পরিবর্তন ব্যবস্থাপনার (Change Management) উপর গুরুত্ব দিয়েছেন।

G. Shaffer (2020) লাইব্রেরিয়ানদের মানসিক বুদ্ধিমত্তা এবং সমালোচনামূলক চিন্তাভাবনা (critical thinking) উন্নত করার কথা বলেছেন। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে নতুন চ্যালেঞ্জের সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য আবেগজাত বুদ্ধিমত্তা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে এবং তা লাইব্রেরী ব্যবহারকারীদের লাইব্রেরীতে আকৃষ্ট করতে এবং তাদের ধরে রাখতে সাহায্য করবে।

A. Adetayo (2021) প্রমূখ গবেষকরা গ্রন্থাগারিকদের মানসিক বুদ্ধিমত্তা কিভাবে দ্বন্দ্ব ব্যবস্থাপনাকে (Conflict Management) প্রভাবিত করতে পারে সেকথা উল্লেখ করেছেন। তাঁদের গবেষণায় সুপারিশ করা হয়েছে যে, গ্রন্থাগারের কর্মীদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি মোকাবিলা করার জন্য গ্রন্থাগারিককে আবেগজাতভাবে বুদ্ধিমান হতে হবে।

A. Mckeown G J. Bates (2013) পাবলিক লাইব্রেরীতে সফল নেতৃত্বের জন্য যোগাযোগ, দলগত কাজ, অভিযোজনযোগ্যতা, সততা, বিশ্বস্ততা এবং সংগঠনিক সচেতনতার মত আবেগজাত বুদ্ধিমত্তার গুণাবলীও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে বলে মত প্রকাশ করেছেন।

C. Gola G L. Martin (2020) একটি case study করেছেন যেখানে তাঁরা দেখিয়েছেন Etienne Wenger এর 'Community of Practice' (CoP) মতবাদ ব্যবহার করে কিভাবে একাডেমিক লাইব্রেরির

কর্মীদের মধ্যে আবেগজাত বুদ্ধিমত্তার উন্মেষ ঘটানো হয়েছে। Etienne Wenger এর এই CoP মতবাদে বলা হয়ে থাকে যে একটি নির্দিষ্ট দলের সদস্যরা নিজেদের মধ্যে কোন কিছু বিষয়ের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা আবেগকে ভাগ করে নেবেন এবং নিজেদের মধ্যে নিয়মিত কথোপকথনের মাধ্যমে সেই আবেগকে আরো ভালো করে অনুশীলন করা শিখবেন।

Michele A. L. Villagran ও L. Martin (2022) দেখিয়েছেন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগারিকরা স্ব-মূল্যায়িত সুখের স্তর ও আবেগজাত বুদ্ধিমত্তায় ঘেরা দক্ষতার গড়পড়তা মান নির্ধারণ করেছেন, কিন্তু ঘটনাচক্রে সেই পরিমাণ দক্ষতা প্রয়োগ করতে সফল হননি।

Asad Khan (2017) প্রমুখ গবেষকরা আবেগজাত বুদ্ধিমত্তা ও কর্ম সন্তুষ্টির মধ্যে সম্পর্ক অনুসন্ধান করেছেন।

এই সমস্ত গবেষণামূলক প্রবন্ধ পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে আবেগজাত বুদ্ধিমত্তার ধারণাটি গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনাকে যথেষ্ট সমৃদ্ধ করেছে এবং আগামী দিনে এ বিষয়ে চর্চার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে।

৩) উদ্দেশ্য

ব্যবস্থাপনায় আবেগজাত বুদ্ধিমত্তা একটি নতুন ধারণা যা আমরা গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞানের ব্যবহারিকক্ষেত্রে সফলভাবে কাজে লাগাতে পারি। এটি গ্রন্থাগার বা তথ্যকেন্দ্রের সুচারু পরিচালনার ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারিককে তার নেতৃত্বদান সম্পর্কিত দক্ষতাকে বাড়িয়ে তুলতে সাহায্য করবে যা গ্রন্থাগারের লক্ষ্যপূরণে সামগ্রিকভাবে কার্যকর ভূমিকা পালন করবে। বর্তমান প্রবন্ধটির নিম্নলিখিত উদ্দেশ্য রয়েছে:

(ক) আবেগজাত বুদ্ধিমত্তা বিষয়টির ওপর ধারণা দেওয়া ও সচেতনতা তৈরি করা।

(খ) গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের ব্যবহারিক ক্ষেত্রে আবেগজাত বুদ্ধিমত্তা বিষয়টির প্রয়োগিক দিকটি তুলে ধরা।

(গ) গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনার গতিশীল দিকটি সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট পক্ষকে সমৃদ্ধ করা যাতে করে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের তত্ত্বগত দিকটি একটি মজবুত ভিত্তি গড়ে তুলতে পারে ক্রমবর্ধমান 'literary warrant' এর মাধ্যমে।

৪) পদ্ধতি

প্রবন্ধটি রচনা করার ক্ষেত্রে তথ্যের প্রাথমিক উৎস (primary sources of information) বিশেষত জার্নালে প্রকাশিত গবেষণামূলক প্রবন্ধ পর্যালোচনা করা হয়েছে। এ বিষয়ে নিম্নলিখিত ধাপগুলি অনুসরণ করা হয়েছে:

(ক) প্রবন্ধটির জন্য একটি নির্দিষ্ট গবেষণার বিষয় স্থির করা।

(খ) উল্লেখিত বিষয়টি সম্বন্ধে সাহিত্য পর্যালোচনা করা।

(গ) সাহিত্য পর্যালোচনার অঙ্গ হিসাবে বিভিন্ন গবেষণামূলক প্রবন্ধ পর্যালোচনা করা ও বিষয়গুলির সম্মিলন ঘটানো।

(ঘ) সবশেষে বিষয়গুলির সুসংহত উল্লেখের মাধ্যমে প্রবন্ধটিকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দেওয়া।

৫) আবেগজাত বুদ্ধিমত্তার ধারণা

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিশিষ্ট মনস্তাত্ত্বিক পিটার স্যালভি ও জন ডি মেয়র ১৯৯০ সালে আবেগজাত

বুদ্ধিমত্তার ধারণাটি উদ্ভাবন করেন। পরবর্তীকালে ড্যানিয়েল গোলম্যান তার ইমোশনাল ইনটেলিজেন্স বইতে এই ধারণাটিকে জনপ্রিয় করে তোলেন। আবেগজাত বুদ্ধিমত্তা হল একটা বিশেষ সক্ষমতা যা আমাদের নিজেদের মধ্যে থাকা আবেগ ও অন্যের মধ্যে থাকা আবেগকে চিহ্নিত করতে বা বুঝে উঠতে এবং তার নিয়ন্ত্রণ করতে সাহায্য করে। এই প্রসঙ্গে গোলম্যান একজন বিমান সেবিকার সঙ্গে ঘটে থাকা একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন যেখানে দেখানো হয়েছে বিমান সেবিকাটি কিভাবে একদল শ্রান্ত বিমান যাত্রীকে তার বৌদ্ধিক ক্ষমতার উপরে উঠে শুধুমাত্র আবেগজাত বুদ্ধিমত্তায় ভর করে শান্ত করেছিলেন।

গোলম্যান আবেগজাত বুদ্ধিমত্তা নামক ধারণাটির মধ্যে সহমর্মিতা নামক বিষয়বস্তুটির অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছেন। তিনি বলেছেন বৌদ্ধিক সক্ষমতার মধ্যে এই আবেগময় সক্ষমতা বা সহমর্মিতা নেই। তিনি বিষয়টিকে এইভাবে বুঝিয়েছেন— মন : হৃদয় :: বুদ্ধি : আবেগ অর্থাৎ মন থেকে যেমন আসে বুদ্ধি, হৃদয় থেকে তেমন আসে আবেগ।

গোলম্যান আবেগজাত বুদ্ধিমত্তার গুরুত্ব বিষয়ে হাবাড বিজনেস রিভিউকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বলেন— সফল নেতারা সকলেই এই একটা বিষয়ে অর্থাৎ আবেগজাত বুদ্ধিমত্তার ব্যাপারে একই পংক্তিতে অবস্থান করেন; এই বিষয়ে তারা বেশ উচ্চস্তরের ধারণা বহন করেন। তার মানে এই নয় যে বুদ্ধাঙ্ক এবং কারিগরি দক্ষতার কোন ভূমিকা নেই- এই দুটি বিষয় আসলে ব্যবস্থাপকদের প্রাথমিক স্তরে প্রবেশের জন্য প্রয়োজনীয় ছাড়পত্র দেয়। এ দুটির উপরে তিনি সহমর্মিতাকে সবচেয়ে বড় উপাদান হিসেবে বিবেচনা করেছেন।

ব্যবস্থাপনায় নেতৃত্বদান একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যার মধ্যে সৃজনশীলতা, যোগাযোগ, দূরদর্শিতা , দ্বন্দ্ব- সমাধা, আত্মসচেতনতা, আত্মনিয়ন্ত্রণ, সিদ্ধান্ত গ্রহণ, পারস্পরিক বোঝাপড়া, সহমর্মিতা, সম্পর্ক নির্মাণ, সমন্বয় সাধন, দলবদ্ধভাবে কর্মসম্পাদন, প্রভৃতি দক্ষতার উপর আলোকপাত করা হয়।

আবেগজাত বুদ্ধিমত্তা নেতৃত্ব দানের ক্ষেত্রে এই দক্ষতাগুলির উপর গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলে থাকে। আবেগজাত বুদ্ধিমত্তার চারটি মূল বিষয় হল- আত্মসচেতনতা, আত্মব্যবস্থাপনা, সামাজিক সচেতনতা ও সম্পর্ক গঠন ব্যবস্থাপনা। এক্ষেত্রে ড্যানিয়েল গোলম্যানের দেওয়া মডেলটিকে নিয়ে এগিয়ে যাওয়া যেতে পারে যেখানে তিনি পাঁচটি ক্ষেত্রকে উল্লেখ করেছেন - নিজের আবেগকে জানা, সেই আবেগকে পরিচালনা করা, নিজেকে উদ্বুদ্ধ করা, অন্য কর্মীদের আবেগকে বোঝা ও স্বীকৃতি দেওয়া এবং সম্পর্ক গঠন ব্যবস্থাপনায় জোর দেওয়া। এই পাঁচটি ক্ষেত্রকে তিনি চারটি আঙ্গিকে ফেলে আলোচনা করেছেন —

দক্ষতা	সচেতনতা বা স্বীকৃতি	পদক্ষেপ গ্রহণ
(Competence)	(Awareness)	(Actions)
ব্যক্তিগত দক্ষতা	আত্মসচেতনতা	আত্মব্যবস্থাপনা
(Personal Competence)	(Self-Awareness)	(Self-Management)
সামাজিক দক্ষতা	সামাজিক সচেতনতা	সম্পর্ক নির্মাণ ব্যবস্থাপনা
(Social Competence)	(Social Awareness)	(Relationship Management)

চিত্র: ড্যানিয়েল গোলম্যানের "আবেগজাত বুদ্ধিমত্তা"র মডেল

©WBCLA

৫(১) আত্মসচেতনতা

গ্রন্থাগারিক ব্যবস্থাপক হিসাবে নিজের আবেগকে উপলব্ধি করবেন এবং সেই আবেগ তার সহকর্মীদের সঙ্গে কথাবার্তার সময় গঠনমূলকভাবে প্রয়োগের ব্যাপারে সচেতন থাকবেন।

৫(২) আত্মব্যবস্থাপনা

ব্যবস্থাপক নেতা হিসেবে নিজের আবেগকে নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করবেন বিশেষ করে যখন তিনি সহকর্মীদের কাজের বিষয়ে নিজেকে নিয়োজিত করবেন।

৫(৩) সামাজিক সচেতনতা

গ্রন্থাগার একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান যেখানে গ্রন্থাগারিক তার সহকর্মীদের পাশাপাশি সমাজের অন্যান্য ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে বিশেষ করে গ্রন্থাগার ব্যবহারকারীদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনে রত থাকেন। এই সমস্ত ব্যক্তিবর্গের আবেগকে বুঝতে পারা ও তার স্বীকৃতি দেওয়া অত্যন্ত জরুরি।

৫(৪) সম্পর্ক গঠন ব্যবস্থাপনা

গ্রন্থাগারিক গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে তথ্য ব্যবহারকারী, তার সহকর্মী ও অন্যান্য ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে গঠনমূলক সম্পর্ক স্থাপনে আগ্রহী হবেন। এইজন্য তাকে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের কথা শোনা, সহমর্মিতা দেখানো, যোগাযোগ বজায় রাখা, মতপার্থক্য মেটানো, প্রভৃতি বিষয়ে সাবলীলভাবে দক্ষতা বৃদ্ধি করতে হবে যা তাদের সঙ্গে সুদুরপ্রসারী সম্পর্ক স্থাপনে সাহায্য করবে।

গ্রন্থাগারিকের মধ্যে আত্মসচেতনতা থেকে নিজের আবেগকে যথাযথভাবে পরিচালনা করার দক্ষতা থাকা দরকার। আবার কর্মীদের আবেগ কাজে লাগানোর জন্য সামাজিক সচেতনতা থাকা জরুরী যা সম্পর্ক গঠন ব্যবস্থাপনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। গ্রন্থাগারিক এই বিষয়গুলি নির্বাহ করার জন্য দক্ষতা অর্জন করবেন। তবেই তিনি আবেগজাত বুদ্ধিমত্তাকে কার্যকর করতে পারবেন।

৬) গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনায় আবেগজাত বুদ্ধিমত্তার ধারণাটির প্রয়োগ

(ক) প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক পরিবেশের পরিবর্তনের ধারাকে মসৃণভাবে প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে কাজে লাগানোর প্রক্রিয়াটি সহজতর হয়।

(খ) পাঠকবর্গের চাহিদা অনুযায়ী গ্রন্থাগারের পরিষেবার বিষয়গুলি নির্ধারণ ও রূপায়ণ করার জন্য দীর্ঘমেয়াদী সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করে। সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্র সম্বন্ধে সচেতনতাবোধ এ ব্যাপারে অনুঘটকের কাজ করে।

(গ) আবেগজাত বুদ্ধিমত্তা ধারণাটির প্রয়োগের সাহায্যে গ্রন্থাগার কর্মীদের জ্ঞানভান্ডারকে (বাহ্যিক পুঁথিগত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে লব্ধ জ্ঞান) গ্রন্থাগারের লক্ষ্য পূরণের কাজে লাগানো সহজতর হয়। সম্পর্ক গঠন ব্যবস্থাপনা এ ব্যাপারে ধনাত্মক ভূমিকা গ্রহণ করে।

(ঘ) এই ধারণাটি প্রয়োগের ফলে গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন স্তরের ব্যবস্থাপকদের মধ্যে সমন্বয় গঠনের কাজ মসৃণ হয়।

(ঙ) গ্রন্থাগারের বিভিন্ন বিভাগে কর্মরত কর্মীদের মধ্যে মতপার্থক্য তৈরি হলে তা মিটিয়ে ভালো কর্মসংস্কৃতি গড়ে তুলতে আবেগজাত বুদ্ধিমত্তা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

©WBCLA

(চ) আবেগজাত বুদ্ধিমত্তা অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক সংশ্লিষ্ট সব পক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থার ধারাবাহিকতা বজায় ও উন্নতি ঘটাতে সাহায্য করে।

৭) গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনায় আবেগজাত বুদ্ধিমত্তার ধারণাটি প্রয়োগ বিষয়ে গ্রন্থাগারিকের ভূমিকা

গ্রন্থাগারিক আবেগজাত বুদ্ধিমত্তার দক্ষতা বাড়িয়ে তুলতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর জোর দেবেন:-

(ক) দিনলিপি লেখা: প্রত্যেক দিনের ঘটনাগুলির থেকে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণ লিপিবদ্ধ করতে হবে।

(খ) ৩৬০ ডিগ্রি মূল্যায়ন: গ্রন্থাগারের পরিচালনায় নেতৃত্বস্থানীয় সত্তা হিসেবে গ্রন্থাগারিক সহকর্মীদের কাছ থেকে নিজের দক্ষতার ত্রুটিগুলি সম্বন্ধে প্রতিক্রিয়া আহবান করতে পারেন।

(গ) সহকর্মীদের আবেগকে যথাযথভাবে গুরুত্ব দেওয়ার অভ্যাস বজায় রাখতে হবে যেখানে সহমর্মিতার ভূমিকা লক্ষ্যণীয় হবে।

(ঘ) পাঠকবর্গের সঙ্গে আলাপচারিতার সময় সক্রিয় শ্রোতার ভূমিকা পালন করতে হবে।

(ঙ) আত্মসচেতনতাবোধ বাড়াতে হবে। এখানে গ্রন্থাগারিক নেতা হিসেবে নিজের সক্ষমতা ও দুর্বলতার বিচার-বিশ্লেষণ করবেন।

(চ) নিজের আবেগ, বিশেষ করে ক্ষোভ প্রশমনের জন্য উপযুক্ত নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা নিজের মধ্যে গড়ে তুলতে হবে।

(ছ) প্রতিষ্ঠানের সহকর্মীদের আবেগ বোঝার জন্য নিজের মধ্যে সামাজিক সচেতনতার ক্ষমতা বাড়াতে হবে। এই বিষয়টিকে গতিশীল বিষয় হিসেবে খেয়াল রাখতে হবে।

(জ) সর্বোপরি, গ্রন্থাগারিক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে সম্পর্ক গঠন বিষয়ে কার্যকর ভূমিকা পালন করবেন। নেতা হিসেবে গ্রন্থাগারিক তার সহকর্মীদের আবেগকে প্রভাবিত করবেন, প্রশিক্ষিত করবেন এবং মতপার্থক্য মেটানোর কাজে সদর্থক ভূমিকা গ্রহণ করবেন।

গ্রন্থাগার ব্যবহারকারীদের চাহিদা মেটানো ও সন্তুষ্টিবিধানের জন্য গ্রন্থাগারিককে প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য পূরণ করার কথা মাথায় রেখে গতিশীলভাবে কাজ করে যেতে হবে এবং পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে।

৮) উপসংহার

ব্যবস্থাপনার রূপদানের ক্ষেত্রে আবেগজাত বুদ্ধিমত্তার ধারণাকে একটি গঠনমূলক বিষয় হিসাবে দেখা হয়। আগামী দিনগুলিতে গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনার ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এই ধারণাকে ফলপ্রসু ভাবে গড়ে তোলা ও উন্নত করা একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় রচনা করবে যেখানে প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক চিত্র বোঝা অত্যন্ত জরুরী বিষয় বলে পরিগণিত হবে। বর্তমান সময়ে উন্নত তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহারের ফলে গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনায় যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটে চলেছে তাকে সুসংহতভাবে পরিচালনা করার জন্য আগামী দিনে আবেগজাত বুদ্ধিমত্তা বিষয়ে আরো গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে।

বিষয় গঠনের ধারণার (modes of formation of subjects) দিক থেকে দেখলে "গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা" Distillation -এর পর্যায়ে পড়ে যেখানে এটি একটি নতুন বিষয় ক্ষেত্র হিসেবে বিবেচিত হয়। "গ্রন্থাগার

ব্যবস্থাপনা" গ্রন্থাগারের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনার নীতিগুলির প্রয়োগ থেকে উত্থিত হয়েছে। সুতরাং ব্যবস্থাপনার মতোই গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনাও একটি চলমান ধারণার ধর্ম গ্রহণ করে। আবেগজাত বুদ্ধিমত্তার মতো ব্যবস্থাপনার সূক্ষাতিসূক্ষ্ম ধারণার উদ্ভাবন গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনাকে সমৃদ্ধ করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করবে।

তথ্যসূত্র

Adetayo, A., Ajayi, J., Williams-Ilemobola, O., & Asiru, M. (2021). Librarians' Emotional Intelligence and Conflict Management in Private University Libraries in South-West and South-South, Nigeria. *Information Impact: Journal of Information and Knowledge Management*. Available at https://doi.org/10.4314/iijikm.v12i1.3

Lucas, D. (2020). Emotional Intelligence for Librarians. *Library Leadership & Management*. Available at https://doi.org/10.5860/LLM.V34I3.7452

Shaffer, G. (2020). *Emotional Intelligence and Critical Thinking for Library Leaders*. Available at https://doi.org/10.1108/9781789738698

Mckeown, A., & Bates, J. (2013). Emotional intelligent leadership: Findings from a study of public library branch managers in Northern Ireland. *Library Management*, *34,* 462-485. Available at https://doi.org/10.1108/LM-10-2012-0072

Gola, C., & Martin, L. (2020). Creating an Emotional Intelligence Community of Practice: A Case Study for Academic Libraries. *Journal of Library Administration*, *60,* 752 - 761. Available at https://doi.org/10.1080/01930826.2020.1786982

Villagran, M., & Martin, L. (2022). Academic librarians: Their understanding and use of emotional intelligence and happiness. *The Journal of Academic Librarianship*. Available at https://doi.org/10.1016/j.acalib.2021.102466

Khan, A., Masrek, M., & Nadzar, F. (2017). Emotional intelligence and job satisfaction of academic librarians: An assessment of the relationship. *Journal of Librarianship and Information Science*, *49*, 199 - 210. Available at https://doi.org/10.1177/0961000616650733

Landry, L. (2019). *Why emotional intelligence is important in leadership.* Retrieved November 25, 2024, from Online.hbs.edu

Goleman, D. (2001). Emotional intelligence: issues in paradigm building. *The emotionally intelligent workplace*, 13-26.

Salovey, P., and Mayer, J. D. (1990). Emotional intelligence. *Imagination, cognition and personality*, *9*(3), 185-211.

©WBCLA